নিউক্লিয়াস

প্রথম বর্ষ

প্রথম সংখ্যা
আগষ্ট ২০০৩
অনুদান ১ টাকা

সম্পাদক - কবিতা সরকার

রাজেন চৌপথী, নীলকুঠী
কোচবিহার
পিন ঃ ৭৩৬১৫৬

কথোপকথন - গাধা ও ঘোড়া

— ঘোড়া তুই বেশ আছিস।

— কেন রে? তোর কি হয়েছে?

— কি আবার হবে? আমার সঙ্গে যা হয়।

— ইস্ তুই এত ঠান্ডা, লোকে যা বলে তাই করিস। শান্তমনে সবার বোঝা বয়ে বেড়াস। লোকে তবুও তোকে বোকা বলে। কিন্তু তুই কোন প্রতিবাদ করিস না। আপোষ করে চলিস সবসময়। তোর মধ্যে জাতীয় জনকের প্রভাব আছে অনেক।

— কিন্তু আমি পরিবর্তন চাই ঘোড়া।

আমার আর সহ্য হচ্ছে না। একঘেয়েমী লাগছে। দিনের পর দিন নীরবে - না আর না। আমি এর প্রতিবাদ চাই।

— তা কি করবি?

— এটাই ভাবছি।

— তা মাঝে মধ্যে দু একটা লাথ্ তো মারতে পারিস। নাকি সেটাও পারিস না।

— মারতে তো ইচ্ছে করে। কিন্তু পাছে ভয় হয় এত বেঁটে আমি - পিঠের মধ্যে দুমদাম যদি বসিয়ে দেয়। তোর মতো দৌড়তে ও পারব না।

— আমার রাগ হলে দেখেছিস তো কেমন দৌড়ে যাই। ওর বাপের ক্ষমতা নেই আমায় ধরে। তার পর আরও বেশী হলে দিই পিঠ থেকে দু'পা তুলে এক আছার। বোঝ্ ঠেলা এবার। আমার সঙ্গে বাড়াবাড়ি!

বেশী পেকেছে লোকগুলো।

— তা ঘোড়া তুইতো অনেক জায়গা ঘুরেছিস। কোথাও দেখেছিস আমার পরিবর্তনের কোন উপায় আছে কিনা।

— কেন? দেশ বিদেশ যাওয়ার কি দরকার? আমাদের শেয়াল পন্ডিতের কাছে যা না। শুনেছি ও নাকি ইদানীং অনেক ডিগ্রি নিয়েছে। হয়ত তোকে কোন সাজেশন দিতে পারবেন। সেদিন সিংহমশায় ওকে পুরস্কার দিলেন। তার আগে শেয়াল পন্ডিত এক ভাষণ ও রেখেছিলেন।

— তুই শুনেছিস্?

— একটু একটু।

— তা রিলে করলে আমরাও শুনতে পেতাম।

— আরে খরগোসের কান ব্যথা। কিভাবে হবে?

— তুই আমন্ত্রিত হয়েছিলি সে অনুষ্ঠানে?

— আমন্ত্রণ আর কোথায়। বাঘিনী প্রেগন্যান্ট তবুও অনুষ্ঠানে হাজির হওয়া চাই। তা ডাক্ পড়লো। নিয়ে যেতে হলো। বাইরে দাঁড়িয়েই শুনছিলাম।

— কিরে? বাঘিনী আবার প্রেগন্যান্ট?

— হ্যাঁ, ওদের তিনটে চারটে হলেও দোষ নেই। আমাদের দুটোর বেশী হলেই অশিক্ষিত, বর্বর বলে আখ্যা দেয়।

— তা কি বলল শেয়াল মশাই?

— শেয়ালবাবু বললেন - জঙ্গলের যারা দুঃস্থ খেটে খাওয়া পশু তাদের জন্য খুব সহজ উন্নতিকর এক স্কীম আছে। যেটা তাদের পাঁচবছরের মধ্যে বিপুল উন্নতি কর। আমার মনে হয় ঐ স্কীমে তুই অ্যাপ্লাই করতে পারবি। ওটা একবার পেয়ে গেলে তোকে আর কেউ বোকা বলতে পারবে না আর তোকে এত খাটতেও হবে না।

— স্কীমটা চালু হলে ভালই হয়। দ্যাখ্, জঙ্গলের রাজা আমাদের জন্য কিছু একটা করলে আমাদের লোকের সমাজে না গেলেও চলে। লোকেরা এত চালাক আমাদের দিয়ে শুধু খাটিয়েই নিচ্ছে। তাও তা তোর ছবি ওরা মাঝে মধ্যে দেওয়ালে টাঙায়। আর আমাকে নিয়ে তো হাসাহাসি করে।

— এটা কিন্তু ভারি অন্যায় গাধা। তোর প্রতিবাদ করা উচিত। আর যাই হোক লোকের হাসাহাসি করা উচিত নয়। কই লোকেরা তো জঙ্গলে এসে কত কীর্তি করে আমরা তো হাসাহাসি করি না। বরং সরে যাই। আর সেখানে তুই তো কোন কীর্তিই করিস না। মিছিমিছি হাসাহাসি করে। পৃথিবীটা সবার। সবার বেঁচে থাকার অধিকার আছে মাথা উঁচু করে। এ অধিকারকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে না। মনে রাখিস্ যে ঐ হিটলারের ভূমিকায় দাঁড়াবে তার পতন হবে।

জানা অজানা

মন নিয়ে

মানুষের দেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ মস্তিষ্ক। মন কোন অঙ্গ নয়। মনের অবস্থান কোথায় তা নিয়ে লিখতে হলে আলাদা আর একটি বই লিখতে হয়।

মনের পথ জ্ঞান। মন জ্ঞান পথ ধরে মুহূর্তের মধ্যে দূর দিগন্তে ছুটে বেড়ায় আকাশে তারা দেখা যায়। চোখ বন্ধ করে মনে করি সেই তারাতে আমি আছি। তারাকে চোখে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু মহাবিশ্বে কত গ্যালাক্সি আছে, নক্ষত্র জগৎ আছে। চোখ বন্ধ করি আর না করি, ভাবি যদি তাদের মধ্যে কোন একটি নক্ষত্র জগতে আমি আছি। মন চলে যায় সেখানে জ্ঞান পথ ধরে। কারণ সেই গ্যালাক্সি বা নক্ষত্র জগৎ খালি চোখে দেখতে পাচ্ছি না। জ্ঞানের পরিধি যত বাড়বে মনের বিচরণ ক্ষেত্র তত বর্ধিত হবে।

আমার এই শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখতে হবে। কারণ ঐ মনের বাস। এই শরীর খাঁচা যেদিন অনুপযুক্ত হয়ে পড়বে তখন ঐ মন অন্য কোন যোনীতে প্রবেশের জন্য উন্মুখ হয়ে দেহ ত্যাগ করবে।

মনের খোরাক মেটানোই জীবন। মন খোরাক পেলে হাসি আনন্দ না পেলে দুঃখ। মন চায় সুন্দর কিছু পেতে। তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। না পেলে ধাক্কা খেয়ে খারাপ পথে আসে। যে মন ও শরীর সুন্দর,সুখী তার জ্ঞানপথ সঠিক ছিল। যে মন ও শরীর কুৎসিত, অসুখী তার জ্ঞানপথ কদর্যময়।

মনের রূপ প্রকাশ পায় সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। এক চিত্রশিল্পী মনগড়া এক চিত্র এঁকে ফেললেন। ইঞ্জিনিয়র কোন ডিজাইনে বাড়ি করবেন তা সম্পূর্ণ মন থেকে আসবে। মনই ব্রহ্ম। কিন্তু কি করে? মন চায় আর একটি চাঁদ আর একটি পৃথিবী তৈরী করব। তা কি করে হবে? মন কি তাহলে ব্রহ্ম?

পোস্টার

আজকের বাবুরা
বউ পেটায়
বাড়ি বানায়
এক ।

আজকের বাবুরা
জনগণের টাকা চুরি করে
বাড়ি বানায়
গাড়ি বানায়
সুন্দরী বিয়ে করে-
বাচ্চা পয়দা করে
এক দুই ।।

আজকের বাবুরা
কালো টাকা সাদা করে
প্রেম করে
এক দুই তিন ।।।

আজকের বাবুরা
জুয়া খেলে
মদ খায়
উপপত্নী রাখে
এক দুই তিন চার ।।।।

আজকের বাবুরা
নেতা হয়
মিথ্যে প্রতিশ্রুতি রাখে
এক দুই তিন চার পাঁচ ।।।।।

খোলা চিঠি

হাত বাড়ালেই যাব

মদ্যের শরীর ছুঁয়ে পাই এখন
স্বস্তির নীরব জ্যোৎস্না,
ঘরময় আমার তাই হুইস্কির ছড়াছড়ি।

কে তুমি কোন্ স্পর্ধায় উঠে আসো এখানে
কি চাও তুমি নিস্পৃহ হাতে -
ভালবাসা না আমাকে ?

আমার কিছুই নেই আর অবশেষ
অসাড় চলশক্তিহীন শরীর তাই
ঢুকিয়ে রাখি ব্রান্ডির বোতলে

যদি ভালবাসা চাও তহলে এসো না
আমাকে নিয়ে যাও বরং
নিসার শরীরে বুনে দিও ভালবাসার অহংকার

আমি যাব অবশ্যই যাব
তুমি হাত বাড়ালেই যাব

উৎসর্গ : প্রিয় কবিতাকে

সমীরণ সাহা